Istishab as a Supplementary Source of Islamic Shari'ah: A Review

Dr. Muhammad Ruhal Amin*

ARTICLE INFORMATION

Journal of Dr. Serajul Haque Islamic Research Centre
Issue-29, Vol.-13, June 2024
ISSN:1997 – 857X (Print)
DOI:

Received: 7 March 2024
Received in revised form: 20 June 2024
Accepted: 26 June 2024

ABSTRACT

Allah has established Islamic rules to ensure the welfare of humanity. Even if the stream of divine messages through the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) were to cease, the framework for addressing the myriad challenges faced by every human being until the Day of Resurrection remains intact within this system. Nonetheless, it is essential for mujtahids and researchers of Islamic law to derive new provisions that align with contemporary lifestyles, drawing from various primary and supplementary sources of Shariah. One such supplementary source is Istishab, which plays a significant role in this process. This article aims to explore the concept of Istishab, presenting the perspectives of different schools of thought regarding its application. It also examines the reasons for the disagreements surrounding it, assesses its validity in the context of comparative fiqh, and evaluates its applicability across various modern fields. Through a descriptive and analytical approach, this article demonstrates that while the schools of fiqh hold diverse views on Istishab, they collectively recognize it as a legitimate source of Islamic law. Its necessity and significance in formulating Shari'ah rules for new issues have been acknowledged at various levels of Islamic jurisprudence.

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছেন। সে ঘোষণায় ইসলামের বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতির পূর্ণতার স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মানুষের উপর মহান আল্লাহর অপার

* সহকারী অধ্যাপক ও কো-অর্ডিনেটর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ruh1987@yahoo.com

অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামি আইনের বিভিন্ন উৎস নির্ধারণ করেছেন। যার মাধ্যমে ইসলাম একটি গতিশীল, বিশ্বজনীন, নতুন নতুন ঘটনা প্রবাহে এগিয়ে চলা মানুষের জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্তকারী ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকাল ও অহির ধারা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম যুগের বিবর্তনে আজও একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম। ইসলামি আইনের উৎস দুইভাগে বিভক্ত:

১. অহির উৎস, অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ, যাকে নস হিসেবে নামকরণ করা হয়।
২. যেসব উৎস সরাসরি অহি নয় অর্থাৎ ইজতিহাদি উৎস। যেমন ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহ মুরাসালাহ, ইসতিসহাব।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ইসলামি আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়ার পাশাপাশি তারা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, এ চারটি উৎস ছাড়া ইসলামি আইনের আরও সম্পূরক উৎস রয়েছে। কিন্তু সে উৎসগুলো কী কী তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা মতভেদ করেছেন। ইসলামি আইনের সম্পূরক উৎসগুলো সত্তাগতভাবে আইনের কোনো স্বতন্ত্র উৎস নয়, বরং এগুলো আইন নির্ধারণের একটি পদ্ধতি মাত্র। একজন মুজতাহিদ যখন নস, ইজমা ও কিয়াসের মধ্যে নতুন বিষয়ের কোনো বিধান না পান তখন এর মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করতে পারেন। এরই ধারাবাহিকতায় ফকীহগণ ইসতিসহাবকে ইসলামি আইনের সম্পূরক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ইসলামি আইনের সম্পূরক উৎস হিসেবে ইসতিসহাবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে এর প্রামাণিকতা বিচার এবং সমসাময়িক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই করা। এরই ভিত্তিতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ:

ক. ইসতিসহাবের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ উপস্থাপন করা।
খ. ইসতিসহাবের শর্ত ও প্রকারগুলো বর্ণনা করা।
গ. ইসতিসহাব সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।
ঘ. ইসতিসহাব সম্পর্কে মাযহাবসমূহের মতভেদের কারণ অনুসন্ধান করা।
ঙ. ইসতিসহাব সম্পর্কিত ফিকহী কায়িদাসমূহ ব্যাখ্যা করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি একটি গুণাত্মক গবেষণা (Qualitative Research) যা মূলত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে (Descriptive and Analytic Methods) রচিত হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে লাইব্রেরি পদ্ধতি (Library Method), পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method) এবং উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণা পদ্ধতি বিদ্যায় সাধারণত পূর্ববর্তী কোনো গবেষকের সুপারিশ, সাহিত্য পর্যালোচনান্তে প্রাপ্ত গ্যাপ অথবা তাৎক্ষণিক আপতিত এমন কোনো নতুন বিষয় যে সম্পর্কে গবেষণা করা অতি জরুরি এ ৩টি পদ্ধতিতে গবেষণা গ্যাপ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। অত্র প্রবন্ধটির গবেষণা গ্যাপ নির্ধারণ করা হয়েছে মূলত সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত সম্পূরক বিভিন্ন বই, গবেষণা কর্ম, প্রবন্ধ পর্যালোচনাপূর্বক প্রতীয়মান হয়েছে বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনো গবেষণা কর্ম ইতোপূর্বে রচিত হয়নি। উক্ত সাহিত্য পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ইসতিসহাব উসূলুল ফিকহ এর একটি আলোচ্য বিষয় হওয়ায় উসূলুল ফিকহের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে কমবেশি আলোচনা করা হয়েছে। তবে সেখানে আলোচনাগুলো সুবিন্যস্ত নয়। অন্যদিকে কোনো কোনো কিতাবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা আলোচনা করা হয়নি, কোনো কোনোটিতে এর প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়নি, আবার কোনো কোনোটিতে এর শর্ত ও সংশ্লিষ্ট কায়িদা আলোচনা করা হয়নি। অত্র প্রবন্ধে এসকল বিষয়কে একত্রিত করে একটি সমন্বিত আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম তার রচিত ইসলামি শরীয়তের উৎস[১] শীর্ষক গ্রন্থের ১৩৭ থেকে ১৩৯ মোট আড়াই পৃষ্ঠায় ইসতিসহাব বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে অতি সংক্ষেপে এর সংজ্ঞা, কয়েকটি প্রকার, সংশ্লিষ্ট কিছু কায়দা উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত ধারণা গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। বিশেষত এখানে এর প্রামাণিকতা, শর্তাবলি সম্পর্কে কোনো আলোচনাই উপস্থাপন করা হয়নি।

আরবি ভাষায় ইসতিসহাব বিষয়ে স্বতন্ত্র্য পুস্তক, গবেষণা প্রবন্ধ, এম.ফিল-পিএইচ.ডি থিসিস বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূলুল ফিকহ এর অধ্যাপক ড. ইসমাঈল মুহাম্মদ আলী আব্দুর রহমান এর "আল-ইসতিসহাব ওয়া আছারুহু ফীল আহকাম" (الاستصحاب وأثره في الأحكام) শীর্ষক গবেষণাপত্র; জর্ডানের আল-ই-বাইত বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিকহ ওয়া উসূলুল ফিকহ বিভাগের এম.ফিল গবেষক মারহুন ইবন যায়িদ আল-হাজ্জী কর্তৃক ১৯৯৯ সালে রচিত অভিসন্দর্ভ "আল-ইসতিসহাব ইনদাল উসূলিয়্যিন ওয়া তাতবীকাতুহুল ফিকহিয়্যাহ : দিরাসাহ মুকারানাহ" (الاستصحاب عند الأصوليين و تطبيقاته الفقهية : دراسة مقارنة); ২০০৩ সালে ফিলিস্তিনের আল-নাজাহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আউনী আহমদ মুহাম্মদ মুসাওয়ারা রচিত "আল-ইসতিসহাব হুজ্জিয়্যাতুহু ওয়া আছারুহু ফীল আহকাম আল-ফিকহিয়্যাহ : দিরাসাহ নজরিয়্যাহ তাসিলিয়্যাহ তাতবীকিয়্যাহ" (الاستصحاب حجيته وأثره في الأحكام الفقهية دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية) শীর্ষক এম.ফিল থিসিস; মরোক্ক থেকে প্রকাশিত মানারুল ইসলাম জার্নালের ২০২১ সালে গবেষক লতিফা ইউসুফী রচিত "আল-ইখতিলাফ ফী হুজজিয়্যাতুল ইসতিসহাব ওয়া আছারুহু ফী ইস্তিম্বাতিল আহকাম আল-ফিকহিয়্যাহ" (الاختلاف في حجية الاستصحاب وأثره في استنباط الأحكام الفقهية)

শীর্ষক প্রবন্ধ; ড. আব্দুন নাসের ইবন খাদার মীলাদ রচিত "আল-ইসতিসহাব ওয়া আছারুহু ফীল আহকাম আল-ফিকহিয়্যাহ" (الاستصحاب وأثره في الأحكام الفقهية) শিরোনামের গ্রন্থ, যা কায়রোর আর রওদাহ নিনাশর ওয়াত তাওযী' প্রকাশনী থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত হয় ইত্যাদি। এসব সাহিত্যে ইসতিসহাব বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সেখানে আলোচনার বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য রয়েছে। অত্র প্রবন্ধের গবেষণা উদ্দেশ্যের সাথে যা সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে এসব সাহিত্য থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র।

অতএব উপরিউক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইসতিসহাব গুরুত্বপূর্ণ উৎস হওয়ায় বাংলা ভাষায় এ বিষয়ক একটি পৃথক গবেষণা কর্ম হওয়া অত্যন্ত জরুরি। যাতে আইন গবেষক ফকিহগণ ইসলামি আইনের এ সম্পূরক উৎসের ভিত্তিতে আধুনিক বিভিন্ন সমস্যা ও জীবন ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গসমূহের বিধান নির্ণয়ে সচেষ্ট হতে পারেন।

ইসতিসহাবের শাব্দিক অর্থ

আরবি ইসতিসহাব (استصحاب) শব্দটি সাহবুন (صحب) শব্দ থেকে নির্গত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি استفعال এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। আরবি শব্দতত্ত্বশাস্ত্র অনুযায়ী এ ওযনের বিশেষত্ব হল কোনো কিছু অন্বেষণ করা।[২] সাহবুন শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. নিকটবর্তিতা, সংযোগ। এ কারণে নিকটতম ব্যক্তিকে সাহিব (صاحب) বা সাথী বলা হয়। আল্লাহ বলেন, (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ)
   "যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন।"[৩]
২. অবিচ্ছিন্ন বা সার্বক্ষণিক সঙ্গ। এ অর্থেই স্ত্রীকে সাহিবাহ (صاحبة) বলা হয়। কারণ স্ত্রী স্বামীকে দীর্ঘ সঙ্গ প্রদান করে। আল্লাহর বাণী, "তার সঙ্গীনী (স্ত্রী) ও তার ভাই।"[৪]
৩. রক্ষা করা। যেমন আল্লাহর বাণী, "তারা আমাদের থেকে রক্ষা পাবে না।"[৫]
৪. আনুগত্য ও বশ্যতা। যখন উট তার মালিকের বশ্যতা স্বীকার করে তখন বলা হয়, أصحبت الناقة (উট বশ্যতা স্বীকার করেছে)।[৬]
৫. শক্তিশালী হওয়া। এ কারণে কারও পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হলে বলা হয়, أصحب الرجل (ব্যক্তিটি শক্তিবান হয়েছে)।[৭]

অতএব ইসতিসহাব শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোনো কিছু বা অবস্থাকে সঙ্গী মনোনীত করা, সাথে নেয়া বা সঙ্গ কামনা করা।[৮] এ থেকেই মূলত استصحاب الحال বা 'বর্তমানকে আকড়ে রাখা' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।[৯]

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামি আইনের নীতিমালা শাস্ত্রবিদগণ ইসতিসহাবের বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এ প্রসংগে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল:

১. ইব্‌ন হাযিম বলেন,

الاستصحاب هو: بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص، حتى يقوم الدليل منها على التغيير

"নসের ভিত্তিতে সাব্যস্ত মূল বিধান ততক্ষণ স্থায়ী রাখা যতক্ষণ উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার নসভিত্তিক কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হয়।"[১০]

২. ইব্‌ন কুদামাহ বলেন, "শার'ঈ বা বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের বিধানকে ধরে রাখা যে দলিলের বিধান পরিবর্তনকারী অন্য কোনো দলিল প্রকাশিত হয়নি।"[১১]

৩. ইমাম কারাফী বলেন, "অতীত বা বর্তমানের কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন বিশ্বাস যা বর্তমান ও ভবিষ্যতে সাব্যস্ত হওয়ার ধারণাকে আবশ্যক করে।"[১২]

৪. ইমাম শাওকানী বলেন, "যে বিধান পরিবর্তন করার মত কিছু পাওয়া যায়নি তাকে স্থায়ী রাখা।"[১৩]

৫. ইব্‌ন কাইয়্যিম জাওযিয়াহ বলেন, "পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা প্রতিষ্ঠা রাখা ও যা অননুমোদিত ছিল তার প্রত্যাখ্যান স্থায়ীকরণই ইসতিসহাব।"[১৪]

৬. আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন, "পূর্বে দলিলের ভিত্তিতে যে বিধান সাব্যস্ত হয়েছে এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাকে স্থায়ী রাখা যতক্ষণ না উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার দলিল পাওয়া যাবে।"[১৫]

৭. আলাউদ্দীন আল-বুখারী বলেন, "পূর্বে কোনো বিধান সাব্যস্ত থাকার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ের জন্য উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত করা।"[১৬]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলোর বাক্যমালা ও ভাষার মধ্যে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে পরিভাষিক সংজ্ঞা হিসেবে এগুলো সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ। যেমন-

১. তাদের কেউ কেউ (যেমন বুখারী) ইসতিসহাবকৃত বিধানকে শুধুমাত্র ইতিবাচক বিষয়ের মধ্যে সীমিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি যেমন প্রতিষ্ঠিত ইতিবাচক বিধান হয়, তেমনি অনুমদিত নয় এমন নেতিবাচক বিধানও হয়।[১৭]

২. কোনো কোনো উসূলবিদ (যেমন ইব্ন হাযম) শর্ত করেছেন পূর্বের দলিল কুরআন-সুন্নাহর নসভিত্তিক হতে হবে। কিন্তু বাকি অনেক উসূলবিদ শার'ঈ দলিলের সাথে সাথে বুদ্ধিভিত্তিক দলিলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৮]

৩. কোনো কোনো উসূলবিদ (যেমন কারাফী, বুখারী, ইব্ন কাইয়্যিম প্রমুখ) ইসতিসহাবের সংজ্ঞা প্রদান করতে যেয়ে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত 'পূর্বের বিধান পরিবর্তনকারী দলিল না পাওয়া' উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। আবার তাদের অনেকে (যেমন ইব্ন হাযম, খাল্লাফ) উল্লেখ করেছেন।

অতএব উক্ত পর্যালোচনার নিরিখে বলা যায়, ইতিপূর্বে ইসতিসহাবের কোনো পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়নি। এতদসত্ত্বেও উসূল ফিক্হ বিশেষজ্ঞ অনেকে উল্লিখিত কোনো কোনো সংজ্ঞাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ইমাম আবু যাহরাহ ইমাম শাওকানী ও ইব্ন কাইয়্যিম জাওযিয়া প্রদত্ত সংজ্ঞা দু'টিকে পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৯] উসূলবিদগণ প্রদত্ত ইসতিসহাবের সংজ্ঞা আলোচনান্তে বলা যায়, "অতীতে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেক্ষিতে বর্তমানে প্রচলিত কোনো বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ীকরা যতক্ষণ উক্ত বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো দলিল না পাওয়া যায়। তাই উক্ত বিধান কোনো কিছু সাব্যস্তকারী হোক বা দূরীভূতকারী হোক।" অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিধান নির্ণয়ের জন্য অতীতে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে প্রচলিত বিধানকে সাথী বানানো।

ব্যাখ্যা

ইসলামি আইন গবেষক যখন কোনো বিষয়ের সাধারণ অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরও তার বিধান পরিবর্তন হওয়ার মত নতুন কোনো দলিল না পান তখন তিনি ইসতিসহাবের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার অর্থ পূর্বের বিধানের কার্যকারিতা স্থায়ী রাখা। কেননা এই কার্যকারিতা ইতিপূর্বে শার'ঈ বা বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। বিধায় পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলেও উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার মত নতুন কোনো দলিল না পাওয়া পর্যন্ত তা পরিবর্তিত হবে না। পূর্বের প্রতিষ্ঠিত বিধান কোনো কিছুকে সাব্যস্তকারীও হতে পারে আবার কোনো কিছুকে বিদূরীতকারীও হতে পারে। যদি পূর্বের বিধানটি কারও কোনো অধিকার সাব্যস্ত করে থাকে তবে তা ততক্ষণ সাব্যস্ত থাকবে যতক্ষণ না উক্ত অধিকার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মত কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন যদি কেউ ক্রয়, দান, উত্তরাধিকার, অসীয়াত ইত্যাদি সূত্রে কোনো সম্পদের মালিক হয় তবে এই মালিকানা অন্যের প্রতি স্থানান্তরের প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা তারই সম্পদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। আবার এ বিধান নেতিবাচকও হতে পারে। যদি কোনো বিষয় কারও অধিকারভুক্ত না হওয়াটা স্বাভাবিক ও স্বীকৃত হয় তবে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সেটি তার অধিকারমুক্ত হিসেবেই গণ্য হবে। যেমন যদি কেউ দাবি করে, আমি অমুক মেয়ের সাথে বিবাহ করেছি কিন্তু মেয়েটি তা

অস্বীকার করে। তবে প্রমাণ উপস্থাপন করে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার দাবি সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত পুরুষের দাবি প্রত্যাখাত হবে। কেননা সাধারণভাবে মেয়েটি অবিবাহিত হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

ইসতিসহাবের শর্ত

উসূলবিদগণ ইসতিসহাব প্রয়োগের জন্য পূর্ব নির্ধারিত কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১ম: ইসলামি আইন গবেষক বা মুজতাহিদ পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিধান পরিবর্তনকারী দলিল অন্বেষণে ব্রত হবেন এবং সেজন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিধান সম্বলিত কোনো দলিল পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।[২০]

২য়: উক্ত অনুসন্ধানের পর আইন গবেষকের প্রবল ধারণায় স্পষ্ট হতে হবে যে, পূর্বের বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো দলিল এক্ষেত্রে বর্তমান নেই।[২১]

৩য়: যে বিধানকে স্থায়ী করা হবে সে বিধান যেন ইতিপূর্বে সন্দেহাতীতভাবে ও বাস্তবে স্বীকৃত থাকে যাতে তা পরবর্তী সময়ে প্রয়োগের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।[২২]

৪র্থ: অসামঞ্জস্য ক্ষেত্রে ইসতিসহাব প্রয়োগের ব্যাপারে আইন গবেষককে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।[২৩]

৫ম: ইসতিসহাব শার'ঈ কোনো দলিল বা শারী'আতের অকট্য কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের দলিল বর্তমান থাকা অবস্থায় ইসতিসহাবের মাধ্যমে বিপরীত প্রমাণ বহন করা যাবে না। কেননা এগুলো ইসতিসহাবের উপর প্রাধন্যপ্রাপ্ত।[২৪]

ইসতিসহাবের প্রকারভেদ

উসূলবিদগণ ইসতিসহাবকে নিম্নোক্ত প্রকারে ভাগ করেছেন।

১. 'সবকিছুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা' এ বিধানের আলোকে ইসতিসহাব (استصحاب حكم الإباحة)

সবকিছুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা যতক্ষণ না তা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শার'ঈ দলিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ মৌলিকভাবে সবকিছু বৈধ। তবে শারী'আতের দলিলের ভিত্তিতে যা হারাম করা হয়েছে তার বৈধতা দূরীভূত হয়ে গেছে। অতএব মৌলিকভাবে সবকিছু বৈধ এ নীতির বিপরীতে কোনো দলিল না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত সাধারণ বিধানের আলোকে ইসতিসহাব করাই হল এ প্রকার ইসতিসহাবের মূল প্রতিপাদ্য। এ প্রকার ইসতিসহাবের দাবি অনুযায়ী ইতোপূর্বে সাব্যস্ত বিধান বর্তমানেও চলমান থাকবে, কারণ উক্ত বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উদাহরণস্বরূপ মৌলিকভাবে সব ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তি বৈধ। যতক্ষণ না এর মধ্যে হারাম কিছু প্রবেশ করে। অতএব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও চুক্তি হারাম হওয়ার মত কিছু না ঘটলে উক্ত চুক্তি ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বৈধ।

২. মৌলিকভাবে অবর্তমান এমন বিষয়ের ইসতিসহাব (استصحاب العدم الأصلي)

মৌলিকভাবে অবর্তমান বলতে এমন বিষয় সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা যার অস্তিত্বহীনতার পক্ষ সমর্থন করে এবং শার'ঈ দলিলর ভিত্তিতে বিষয়টি সাব্যস্ত হয় না।[২৫] যেমন ব্যবসায়িক দুই অংশীদারের একজন যদি দাবি করে ব্যবসায়ে কোনো লাভ হয়নি এবং অন্যজন তা অস্বীকার করে অতঃপর বিষয়টি বিচারক বরাবর উত্থাপিত হয় তবে বিচারক ইসতিসহাবের ভিত্তিতে প্রথম অংশীদারের দাবি সত্যায়ন করবেন। কারণ এক্ষেত্রে স্বাভাবিক বা মৌলিক অবস্থা হল লাভ না হওয়া। তবে দ্বিতীয় অংশীদার যখন লাভ হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করবেন তখন সে অনুযায়ী বিচার করা হবে।

একইভাবে কেউ যদি দাবি করে আমি অমুকের কাছে এত টাকা পাব অর্থাৎ সে আমার কাছে ঋণী। তবে প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে তার দাবি পরিত্যাজ্য হবে। কেননা মৌলিকত্ব হল কেউ কারও কাছে ঋণী নয় বা দায়মুক্ততা।

৩. এমন দলিলের মাধ্যমে ইসতিসহাব করা যা নির্দিষ্টকরণ বা রহিত হওয়ার সম্ভবনা রাখে (استصحاب الدليل مع احتمال (المعارض تخصيصا أو نسخا

জমহুরের মতে যখন কোনো সাধারণ বিধান বা নস বর্ণিত হয় তখন তা তার অন্তর্গত সকল বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত করে। যদি ঐ বিধানের অন্তর্ভুক্ত কোনো একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় যে, তা ঐ সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নাকি নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে ঐ সাধারণ বিধান থেকে বের হয়ে গেছে? অতঃপর মুজতাহিদ উক্ত বিতর্কিত বিষয়টি সাধারণ বিধান বহির্ভূত হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল খুঁজে পায় না। বিধায় উক্ত বিতর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ বিধানকে ইসতিসহাব করে।[২৬]

ইমাম গাযালী নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা এ প্রকার ইসতিসহাবের উদাহরণ পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত নিশ্চিত করল না তার রোযা হল না।"[২৭] এ হাদিসটি রমযানের বা অন্য সময়ের সব রোযাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু কেউ যদি এ রোযা দ্বারা শুধুমাত্র রমযানের রোযাকে নির্দিষ্ট করে তবে তাকে এ ব্যাপারে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। নতুবা ইসতিসহাবের নিয়ম অনুযায়ী সকল রোযার ক্ষেত্রে নিয়্যাত আবশ্যক হবে।[২৮]

একইভাবে যদি কোনো বিধানের কার্যকারিতা চলমান রাখা বা রহিত করার কোনো দলিল পাওয়া না যায় তবে ইসতিসহাব উক্ত বিধান স্থায়ী রাখার প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।[২৯]

৪. এমন শার'ঈ বিধানের ইসতিসহাব স্বয়ং শারী'আতই যা সাব্যস্ত বা স্থায়ী হওয়া প্রমাণ করে (استصحاب الحكم الشرعي الذي دل الشرع على ثبوته أو دوامه)

শার'ঈ কোনো বিধান যা দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে এবং উক্ত বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যে কারণের প্রেক্ষিতে উক্ত বিধান জারি করা হয়েছিল সে কারণ এখনও বিদ্যমান থাকায় বিধানও অবশিষ্ট থেকে যায়।[৩০] এ প্রকার ইসতিসহাবের উদাহরণ, সহীহ আকদের মাধ্যমে বিবাহ

সম্পন্ন হলে বৈবাহিক জীবনের বৈধতা ততক্ষণ চলমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হওয়ার মত কোনো প্রমাণ যেমন তালাক ইত্যাদি পতিত না হবে।

এ ইস্তিসহাবে পূর্ব বিধানের কারণ বর্তমান থাকায় একে (استصحاب حكم الماضي لوجود سببه) ও শার'ঈ বিধানের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ইসতিসহাবও (استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي) বলা হয়।[৩১]

৫. পরিবর্তিত অবস্থাকে ইসতিসহাব (استصحاب المقلوب)

কোনো কোনো উসূলবিদ এ প্রকার ইসতিসহাবকে 'বর্তমানকে অতীতে ইসতিসহাব করা' নাম দিয়েছেন। অর্থাৎ বর্তমানে কোনো বিষয় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এমন যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করা যে, অতীতেও বিষয়টি একই ছিল।[৩২]

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি কেউ কোনো দাস বা দাসীকে অপহরণ করে এবং উদ্ধারের পর দেখা যায় সে অন্ধ। অতঃপর উক্ত দাস বা দাসীর মালিক দাবি করে যে, সে সুস্থ চোখ বিশিষ্ট ছিল কিন্তু অপহরণকারী তা অস্বীকার করে বলে, আমি তাকে অন্ধ হিসেবেই অপহরণ করেছি তবে বর্তমানকে অতীতে টেনে নিয়ে অপহরণকারীর কথাই গ্রহণ করা হবে।[৩৩]

৬. বিরোধপূর্ণ স্থানে ইজমাকে ইসতিসহাব করা (استصحاب الإجماع في محل النزاع)

কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে ইজমার মাধ্যমে কোনো বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। অতঃপর উক্ত অবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও পূর্বের বিধান ইসতিসহাব করা এই যুক্তিতে যে, যে ব্যক্তি বিধান পরিবর্তনের দাবি করবে তাকে দলিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[৩৪]

ইমাম শাওকানী বলেন, "কোনো এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোনো বিষয়ে একমত হওয়ার পর ঐকমত্য হওয়া বিষয়ের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়ে যায়। ফলে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। যারা পূর্বের বিধানকে পরিবর্তন করতে চায় না তারা বর্তমান অবস্থাকে ইসতিসহাব করার পক্ষে একে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।"[৩৫]

উদাহরণস্বরূপ পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। সে হিসেবে কেউ তায়াম্মুম করে নামায শুরু করল অতঃপর নামাযের মধ্যেই পানির সন্ধান পেল। এখন পানি না থাকার পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় উক্ত নামাযরত ব্যক্তি নামায পূর্ণ করবেন নাকি নামায ছেড়ে ওযূ করে পুনরায় নামায আদায় করবেন এ ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ বিরোধপূর্ণ অবস্থায় পূর্বের ইজমা তথা তায়াম্মুমের মাধ্যমে তার নামায শুদ্ধ হবে এর উপর ইসতিসহাব করে নামায পূর্ণ করাই এ প্রকার ইসতিসহাবের মূল প্রতিপাদ্য।

ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা

ইসতিসহাবকে চার ইমাম, তাঁদের অনুসারী সকলেই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন দাবি করে ইমাম আবু যাহরাহ বলেন, "এটি এমন এক ফিকহি মূলনীতি যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে চার ইমাম ও তাঁদের অনুসারীরা একমত হয়েছেন। কিন্তু দলিল হিসেবে এটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেই পরিমাণ নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম গ্রহণ করেছেন হানাফিগণ, সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন হাম্বালী ও শাফিয়িগণ। আর এ দু'দলের মাঝামাঝি রয়েছেন মালিকীগণ।"[৩৬]

ইব্‌ন কাইয়্যিম উল্লেখ করেছেন, ইসতিসহাবের যে বিধান সাব্যস্ত হওয়ার পিছনে বুদ্ধিভিত্তিক বা শার'ঈ দলিল বর্তমান রয়েছে সে বিধান পালন আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। একইভাবে যে গুণাগুণের প্রেক্ষিতে শার'ঈ বিধান জারি করা হয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুরূপ গুণাগুণ পাওয়া গেলে এবং পূর্বের বিধান পরিবর্তনকারী বিপরীত কোনো বিধান সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ইসতিসহাব অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন করার ব্যাপারেও কোনো মতভেদ নেই।[৩৭]

আল-মাহাল্লীর মতানুযায়ী, প্রত্যাখ্যাত বিষয় যা সাধারণ বিবেচনাও প্রত্যাখ্যান করে[৩৮] এবং শারী'আতও বিষয়টি সাব্যস্ত করেনি এমন ক্ষেত্রে ইসতিসহাবকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। বরং মতভেদ ঐসব ইসতিসহাবের ক্ষেত্রে যাকে বিশেষ কোনো কারণের প্রেক্ষিতে শারী'আত প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন ক্রয়ের কারণে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।[৩৯]

মতবিরোধপূর্ণ স্থানে ইজমার বিধানকে ইসতিসহাব করার বিষয়ে উসূলবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। একদল যাদের মধ্যে রয়েছেন, মাযনী, সাইরাফী, ইব্‌ন শাকলা, ইব্‌ন হামীদ প্রমুখ তারা এক্ষেত্রে ইসতিসহাবকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। শাফিয়ি মাযহাব, ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.) এর প্রকাশ্য মতও এটি। অন্য দল যাদের মধ্যে রয়েছেন গাযালী, আবু তাইয়্যেব তাবারী, কাযী আবু ইয়ালা, ইব্‌ন আকীল ও অন্যান্য তাদের মতে এটি প্রমাণ নয়।[৪০]

উসূলবিদগণের বক্তব্য ও মতামতের ভিত্তিতে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা ও এ ব্যাপারে মতপার্থক্য জানার পূর্বে তিনিট বিশেষ দিক লক্ষ্যণীয়:

১. অতীতের কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত বিধান বর্তমান রয়েছে। কিন্তু অতীতের উক্ত অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় উক্ত পরিবর্তিত অবস্থার বিধান হিসেবে পূর্বের বিধানকে চলমান রাখার ব্যাপারে পূর্বের বা অন্য কোনো দলিলে কোনো নির্দেশনা নেই আবার আইন গবেষক ব্যাপক অনুসন্ধানের পরেও পূর্বের বিধান পরিবর্তন করে নতুন বিধান প্রতিস্থাপন করতে পারে এমন দলিলও খুঁজে পান না। অতএব পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে কি পূর্বের বিধানকেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োগ করা হবে এই যুক্তিতে যে, পূর্বে যা যে অবস্থায় ছিল সেভাবে চলমান রাখাই নীতি যতক্ষণ না বিধান পরিবর্তনকারী কোনো দলিল পাওয়া যাবে? নাকি ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা নেই এ যুক্তি দেখিয়ে একে পরিত্যাগ করতে হবে?[৪১]

২. যদি শারী'আত প্রণেতা বিশেষ কোনো গুণাগুণ বা অবস্থার ভিত্তিতে শারী'আতের বিধান প্রণয়ন করেন চাই উক্ত গুণাগুণ বা অবস্থা মৌলিক অথবা আকস্মিক যাই হোক এবং যদি উক্ত গুণাগুণ বা অবস্থা অতীতের বিধানের যোগসূত্র হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে বিপরীত পক্ষে, ব্যাপক অনুসন্ধানের পরেও উক্ত বিধান চলমান রাখা বা পরিবর্তন করার পক্ষে কোনো দলিল না পাওয়া যায় তবে উক্ত বিধান পরিবর্তনকারী দলিল না পাওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত গুণাগুণ বা অবস্থাকে বিধানের যোগসূত্র হিসেবে স্থায়িত্বের রূপ দেয়ার জন্য ইসতিসহাব করা যাবে কি?

৩. যদি আইন প্রণেতা বিশেষ কোনো কারণের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান প্রণয়ন করেন চাই উক্ত কারণ মুকাল্লিফের (যার জন্য শরী'আত প্রযোজ্য) কর্ম হোক (যেমন বিবাহের আকদ স্ত্রীকে উপভোগ বৈধ হওয়ার কারণ) অথবা মুকাল্লিফের কর্ম বহির্ভূত অন্য কিছু হোক (যেমন ওয়াক্ত হওয়া নামায ফরজ হওয়ার কারণ)। অতএব যদি উক্ত কারণ অতীতের বিধানের যোগসূত্র হিসেবে সাব্যস্ত হয় এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের পরেও উক্ত বিধান চলমান রাখা বা বাদ দেয়ার পক্ষে কোনো দলিল না পাওয়া যায় তবে উক্ত বিধান পরিবর্তনকারী দলিল না পাওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত কারণকে বিধানের যোগসূত্র হিসেবে স্থায়িত্বের রূপ দেয়া যাবে কি?

ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা সংশ্লিষ্ট এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে যেয়ে উসূলশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞগণ তিনটি মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৪২]

প্রথম মত ও তার দলিল

ইমাম মালিক, শাফিয়ি ও আহমদের অধিকাংশ অনুসারীর মতে সামগ্রিকভাবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা স্বীকৃত। এ জন্য কারও থেকে কোনো কিছু দূরীকরণ ও তার জন্য নতুন কিছু সাব্যস্তকরণ উভয় ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ শুদ্ধ। যেমন নিখোঁজ ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার পূর্বে যেহেতু বেঁচে ছিলেন সেহেতু বেঁচে থাকাটাই তার মৌলিক অবস্থা। অতএব তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন না করে বরং সংরক্ষণ করা হবে আবার একইভাবে উক্ত ব্যক্তির নিকটতম কেউ মারা গেলে এবং সে যদি মৃতের মিরাসে অংশীদার হয় তবে তার অংশ সংরক্ষণ করতে হবে। হানাফি মাযহাবের একদল বিশেষত সমরকান্দীগণ, জাহিরি ও শি'আ আইন বিশেষজ্ঞগণও এ মত গ্রহণ করেছেন। এর পক্ষে তারা বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেন।

কুরআন থেকে প্রমাণ

মহান আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহ্ কোনো জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার।"[৪৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁর চাচা আবু তালিব ও অন্যান্য সাহাবি তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করলেন তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করেন, "নবি ও মুমিনগণের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা,

যদিও তারা আত্মীয় হোক একথা স্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।"[৪৪] অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিগণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তখন এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হারাম হওয়ার পূর্বে কৃত দু'আ মৌলিকভাবে দোষমুক্ত ছিল। কেননা তখন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়নি। অতএব বিধান পরিবর্তনকারী দলিল না পাওয়া পর্যন্ত মৌলিক বিধানকে ইসতিসহাব করা শুদ্ধ।

একইভাবে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারাহে বর্ণিত "অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। আর তার বিষয় আল্লাহর উপর।"[৪৫] এ আয়াতও একই প্রমাণ বহন করে।

হাদিস থেকে প্রমাণ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দীহান হয়ে যায় যে, সে কত রাকাআত পড়েছে ৩ নকি ৪ সে যেন তার সন্দেহ ছুড়ে ফেলে এবং দৃঢ়বিশ্বাস তথা ইয়াকীন অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর সালাম ফিরানোর আগে দু'টি সিজদা আদায় করে। সে যদি ৫ রাকাআত আদায় করে থাকে তবে তা তার জন্য সুপারিশ করবে আর যদি পূর্ণ ৪ রাকাআত আদায় করে তবে তা শয়তানের জন্য লজ্জাজনক।[৪৬] এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যদি কেউ নামাযরত অবস্থায় ৩ রাকাআত পড়েছে নাকি ৪ রাকাআত পড়েছে এ সন্দেহে পতিত হয় তখন তার উচিৎ হবে নিশ্চিত বিশ্বাস বা ইয়াকিন প্রয়োগ করা। আর তা হল সর্বনিম্ন সংখ্যা। এ ক্ষেত্রে ৩ রাকাআত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বরং সন্দেহ ৪র্থ রাকাআত নিয়ে। অতএব সে ৩ রাকাআত পরিপূর্ণ হয়েছে এ দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে ৪র্থ রাকাআত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা সাহু আদায় করবে। সুতরাং হাদিসটি ইয়াকিন অনুযায়ী কাজ করার আবশ্যকতা ঘোষণা করছে। অর্থাৎ সালাতকে তার মৌলিক অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর এটাই ইসতিসহাব।

একইভাবে নামাযরত অবস্থায় পায়ূ পথ থেকে বায়ূ নির্গত হওয়ার সন্দেহ উদ্রেগ হলে করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "শব্দ শোনা বা গন্ধ পাওয়া ছাড়া নামায পরিত্যাগ করো না।"[৪৭] এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় উক্ত নামাযী ব্যক্তির মৌলিকত্ব ছিল সে পবিত্র। তার মধ্যে উদ্রেগ হওয়া সন্দেহ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে নতুন করে ওযূ করার নির্দেশ দেননি। আর এটিই মূলত ইসতিসহাবের দাবি।

সাহাবি ও তাবিঈগণের কর্মকাণ্ড

১. উমর (রা.) বলেন, "যখন কোনো রোযাদার ব্যক্তি সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হয় সে যেন নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত আহার করে।"[৪৮] এক্ষেত্রে উমর (রা.) অবস্থার মৌলিকত্ব তথা রাত বাকি থাকাকে ইসতিসহাব করেছেন।

২. আলী (রা.) বলেন, "কোনো মহিলার স্বামী নিখোঁজ হলে সে ফিরে আসা বা মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত বিবাহ না করে অপেক্ষা করবে।"[৪৯] এ প্রসংগে আলী (রা.) নিখোঁজ ব্যক্তির মৌলিকত্ব তথা বেঁচে থাকাকে গ্রহণ করেছেন। ফলে জীবিত ব্যক্তির স্ত্রী তালাক না হওয়া পর্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না বিধায় এ ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

৩. আলী (রা.) আরও বলেন, "বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে যেয়ে যদি তুমি (চক্করের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড় এবং) বুঝতে না পার যে, তওয়াফ শেষ হয়েছে কিনা তবে সন্দেহপূর্ণ চক্করগুলোও পূর্ণ কর। কেননা মহান আল্লাহ অতিরিক্ত চক্করগুলোর জন্য শাস্তি দিবেন না।"[৫০] এ ক্ষেত্রেও আলী (রা.) মৌলিকত্ব অর্থাৎ যে সংখ্যার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তথা কম সংখ্যাকে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

১. কোনো কিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার চেয়ে তা পূর্ব অবস্থায় যথাযথ রয়েছে এ ধারণা প্রবল। কেননা কোনো কিছু স্থায়ী থাকা দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: ভবিষ্যতের উপযোগী হওয়া এবং বিষয়টি অস্তিত্বশীল হলে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা আর অস্তিত্বহীন হলে সে অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে কোনো কিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ধারণাটি তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: ভবিষ্যতের উপযোগী হওয়া, বিষয়টি অস্তিত্বশীল হলে পরিবর্তিত হয়ে অস্তিত্বহীন হওয়া আর অস্তিত্বহীন হলে পরিবর্তন হয়ে অস্তিত্বশীল হওয়া এবং উক্ত অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সাথে সময়ের তুলনা করা। অতএব যা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তার চেয়ে যা দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটিই অগ্রগণ্য।

২. প্রথম অবস্থার বিধানটি স্থায়ী থাকা প্রণিধানপ্রাপ্ত। ইজমা অনুযায়ী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রাণিধানপ্রাপ্ত বিষয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব।

৩. অসংখ্য মুজতাহিদ, বিচারক ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বিধান নির্গমন করেছেন।

দ্বিতীয় মত ও তার দলিল

সাধারণভাবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা নেই। এ মত কিছু হানাফি, কিছু শাফিয়ি, কোনো কোনো মুতাযিলা ও অধিকাংশ মুতাকাল্লিমের। অতএব তাদের মত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত বিবেচনা করে তার সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং সে কারও মিরাসে অংশ পাবে না। যারা এ মত পোষণকারী হিসেবে পরিচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: হানাফি মাযহাবের কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন হুমাম[৫১], শাফিয়ি মাযহাবের ইব্ন সামআনী[৫২], মুতাকাল্লিমদের মধ্যকার আবুল হুসাইন বসরী[৫৩] প্রমুখ। তারা তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন-

১. পবিত্র কুরআনে ধারণার অনুসরণ ও এর বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কিছু ধারণা

গোনাহ।"[৫৪] "বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান ফলপ্রসূ নয়।"[৫৫] "যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তকরণ সবকিছুই জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫৬] এসব আয়াতে মহান আল্লাহ ধারণানির্ভর বিষয়ের অনুসরণ ও তার উপর আমল করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর ইসতিসহাবের মূল প্রতিপাদ্য হল ধারণা অনুযায়ী কাজ করা।

২. ইসতিসহাবের কোনো শার'ঈ দলিল নেই। কেননা একটি অবস্থার প্রেক্ষিতে সাব্যস্ত হওয়া বিধান পরিবর্তিত অবস্থায়ও প্রয়োগ করতে হবে এ দাবি সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাও সমর্থন করে না। একইভাবে এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের কোনো প্রমাণও নেই। অতএব ইসতিসহাবের দাবি এক প্রমাণ বিহীন দাবি।

৩. নতুন বিষয়ে যেহেতু কিয়াস করা বৈধ সেহেতু এ ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া কিয়াসের মাধ্যমে বিধান নির্গমনের বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব কিয়াসের বৈধতা না থাকলেই তবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হত।

৪. ইসতিসহাব অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতভেদ ও মতপার্থক্য প্রকাশিত হয়। কেননা বাদী বিবাদী সকলেই ইসতিসহাবের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অজুর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে জমহুর ফকিহগণের মতে ঐ ওযূতেই নামায আদায় করা বৈধ। কারণ তারা মৌলিকত্ব তথা তাহারাতের উপর ইসতিসহাব করেন। অর্থাৎ যেহেতু ঐ ব্যক্তি পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন সেহেতু সন্দেহের কারণে তার ওযূ নষ্ট হয়নি। কিন্তু মালিকীগণের মতে ঐ ওযূতে নামায আদায় করা বৈধ নয়। কেননা তা সন্দেহপূর্ণ আর মৌলিকত্ব হল নিশ্চিত তাহারাত ছাড়া নামায শুরু না করা।

তৃতীয় মত ও তাদের দলিল

ইসতিসহাব কোনো দাবি বিতাড়নের ক্ষেত্রে প্রমাণ কিন্তু নতুন কিছু সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে প্রমাণ নয়। হানাফি মাযহাবের মুতাআখখির আলিমগণ এ মত পোষণ করেন। অতএব তাদের মতে ইসতিসহাব পূর্বের সাব্যস্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন দাবিকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রমাণস্বরূপ। কিন্তু সাব্যস্ত নয় এমন কোনো নতুন বিষয় সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে না। যেমন নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদে তার মালিকানা পূর্ব থেকে সাব্যস্ত। তাকে মৃত ঘোষণা করে তার সম্পদ বণ্টনের দাবি তাই পরিত্যাজ্য হবে। আবার নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত কারণে তার মালিকানায় ওয়ারিসী সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ইসতিসহাব প্রমাণ হবে না বিধায় সে উক্ত সম্পদ পাবে না।

হানাফি মাযহাবের উত্তরসূরি (মুতাআখ্খির) কোনো কোনো উসূলবেত্তা বিশেষত কাযী আবূ যাইদ দাব্বুস, সদরুশ শরী'আহ, সারখসী, ইব্ন নুজাইম প্রমুখের প্রতি এ মতের সম্পৃক্ততা নির্ণয় করেছেন। আবার কেউ কেউ মালিকী মাযহাবের কতিপয় আলিমের সাথেও এ মতকে সম্পৃক্ত করেন।[৫৭] এ মত অনুযায়ী ইসতিসহাব

নতুন কোনো বিষয় সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রমাণ হবে না। তবে সাব্যস্ত বিষয় সংরক্ষণ ও সে ব্যাপারে ভিন্ন দাবি বিতাড়নের ক্ষেত্রে এর প্রামাণিকতা রয়েছে।

তারা তাদের মতের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে বলেন, পূর্বের বিধান সাব্যস্তকারী দলিল দ্বারা পরিবর্তিত অবস্থায় উক্ত বিধান চলমান রাখার কোনো প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না। বরং উক্ত বিধান বিলুপ্তকারী দলিলের সম্ভব্যতা থাকা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে উক্ত বিধান চলমান রাখা হয়। এ অর্থ ব্যাখ্যা করে কাশফুল আসরার গ্রন্থকার বলেন, "পূর্বের বিধান বিলুপ্তকারী প্রমাণ জ্ঞাত না হওয়ার অর্থ উক্ত বিধান অবশিষ্ট রাখার জ্ঞান অর্জন হওয়া নয়। বরং উক্ত বিধান অবশিষ্ট রাখার জ্ঞান তখনই সাব্যস্ত হয় যখন তার বিলুপ্তকারী প্রমাণ অজ্ঞাত থাকে, বিলুপ্তকারী প্রমাণের অবর্তমানতা জ্ঞাত থাকার কারণে নয়। এ কারণে অন্যের ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে ইসতিসহাবের প্রয়োগ শুদ্ধ নয়। তবে আইন গবেষক উক্ত বিধান বিলুপ্তকারী প্রমাণ অনুসন্ধানে নিজ শ্রম-সাধনা ব্যয় করার পরও যদি না পায় তবে নিজের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ হতে পারে।[৫৮]

এক্ষেত্রে চতুর্থ একটি মতামতও পাওয়া যায়। কতিপয় হানাফি ও মুতাকাল্লিমের মতে, একই বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া গেলে উক্ত মতামতগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিদ্যমান। কিন্তু সাধারণভাবে এর প্রামাণিকতা নেই। আবূ ইসহাক ইমাম শাফিয়ি থেকে এ মত বর্ণনা করে বলেন, এটিই তার থেকে সহিহ বর্ণনা।[৫৯]

মতামতগুলোর পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার

ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা সমর্থনকারী ও অস্বীকারকারী উভয় পক্ষ এ মর্মে একমত পোষণ করেছেন যে, বিধি-বিধান পরিবর্তনকারী বা বিলুপ্তকারী কোনো দলিল পাওয়া যাবে না তার মৌলিকত্ব হল স্থায়ী হওয়া। এ প্রসঙ্গে মুতুয়ী বলেন, "ইতিপূর্বে যে বিষয়ের অস্তিত্ব অথবা অবর্তমানতা সাব্যস্ত হয়েছে এবং তা অপনোদন করার মত কোনো অকাট্য বা ধারণাপ্রসূত দলিল প্রকাশিত হয়নি তা কার্যকর থাকার ধারণাই প্রবল হয়।"[৬০]

এতদসত্ত্বেও উসূলবিদগণের মধ্যে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্নে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, পূর্বের বিধান স্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকার কার্যকারণ স্বয়ং বিধান নাকি যে দলিলের ভিত্তিতে পূর্বের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে উক্ত দলিল? অর্থাৎ পূর্বে সাব্যস্ত হওয়া বিধানের অস্তিত্ব উক্ত বিধান স্থায়ী হওয়ার কার্যকারণ কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে 'পূর্ব অস্তিত্বই বিধান স্থায়ী হওয়ার কার্যকারণ' অথবা 'পূর্ব অস্তিত্ব বিধান স্থায়ী হওয়ার কার্যকারণ নয়' এ দু'য়ের যে কোনো একটি হবে। তৃতীয় কোনো উত্তর হওয়ার সম্ভবনা নেই।

আমীর বাদশাহ ও ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা অস্বীকারকারী অন্যান্যরা দাবি করেন, পূর্বের সাব্যস্ত হওয়া বিধানের অস্তিত্ব তা স্থায়ী হওয়ার কার্যকারণ হওয়ায় তার উপর ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা নির্ভর করে।[৬১]

প্রকৃতপক্ষে বিধান স্থায়িত্বের কার্যকারণ নিয়ে উসূলবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যারকাশী ইমাম আবূ যাইদ দাব্বুস থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, "কোনো বিধান সাব্যস্ত হওয়ার দলিল আমার মতে সেটি স্থায়ী হওয়ার দলিল নয়। উদাহরণস্বরূপ নস হুকুমের মৌলিকত্বকে সাব্যস্ত করে এবং তা স্থায়ী করে অন্য দলিলের মাধ্যমে, আর তা হল উক্ত বিধানের বিলুপ্তকারী দলিল না থাকা।"[৬২] ইমাম ইব্ন কাইয়্যিম বলেন,

"পূর্বের বিধান স্থায়ী থাকা বিধানের কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল, বিধানের কার্যকারিতা পরিবর্তনকারী দলল না থাকার উপর নয়।"[৬৩]

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ব অস্তিত্ব বিধান স্থায়িত্বের উপলক্ষ হতে পারে যদি পরবর্তী সময়ের ঘটনাটি পূর্বের ঘটনার অনুরূপ হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনায় যদি নতুন কোনো দিক সংযুক্ত হয় তবে এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও পূর্ব অস্তিত্ব বিধান স্থায়ী করার দাবি করা যায় না ।

সিদ্ধান্ত

পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অধিকাংশ আলিম ইসতিসহাবের প্রামাণিকতার প্রশ্নে প্রথম মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অর্থাৎ সাধারণভাবেই কোনো কিছু সাব্যস্তকরণ ও বিতাড়ন উভয় ক্ষেত্রেই ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিদ্যমান। এর পিছনে বিভিন্ন যুক্তি বিদ্যমান। যেমন-

১. ইসতিসহাবের এ প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও বুদ্ধিভিত্তিক বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে।
২. ইসতিসহাবের সাথে বিভিন্ন ফিকহি কায়িদা (Legal Maxims) সংশ্লিষ্ট। ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা অস্বীকার করার অর্থ উক্ত কায়িদা ও তৎসংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখাসমূহ প্রত্যাখ্যান করা।
৩. পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বিভিন্ন আলিম ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিষয়ে যেসব উক্তি করেছেন সেগুলো এর পক্ষে প্রমাণস্বরূপ। এগুলোর মাধ্যমে ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের গুরুত্ব ও অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এ প্রমাণও পেশ করা হয়েছে যে, ইসতিসহাব মূলত ইজতিহাদ ও আইন নির্গমনের পদ্ধতি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, যদিও উসূলবিদগণ এ দ্বারা প্রমাণ পেশ ও গ্রহণের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করেছেন।

অতএব বলা যায়, যারা সাধারণভাবে ইসতিহাবের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করেছেন তাদের মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা সার্বিক বিবেচনায় অন্যান্য মতের তুলনায় এ মত শক্তিশালী। প্রায়োগিক প্রেক্ষাপটও এ দাবি করে। বিশেষত যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর কোনো নস নেই সেসব বিষয়ের আইন নির্গমনের ক্ষেত্রে ইসতিসহাব এক কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত।

ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট ফিকহি কায়িদা (Legal Maxims)

ইসলামি আইনের নীতিমালা শাস্ত্রে ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট কিছু কায়িদা বিদ্যমান। যেগুলো ইসলামি আইন গবেষক তথা মুজতাহিদকে মামলা বা ঘটনার মূলতত্ত্ব, কোনোটি সন্দেহপূর্ণ, কোনোটি সন্দেহপূর্ণ নয় ইত্যাদি বিষয় অবগত হতে সাহায্য করে। একইভাবে এগুলোর মাধ্যমে ইয়াকীন বা নিশ্চিতজ্ঞান, মৌলিকত্বের ভিত্তিতে নতুন বিষয়ের বিধান নির্গমন ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। নিম্নে এ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কায়িদা আলোচনা করা হল:

১. সন্দেহের কারণে নিশ্চিতজ্ঞান দূরীভূত হয় না

ইসলামি আইন শাস্ত্রের পাঁচটি মৌলিক ও বৃহৎ কায়িদার (Five Major Maxim) অন্যতম হল, اليقين لا يزول بالشك বা সন্দেহের কারণে নিশ্চিতজ্ঞান দূরীভূত হয় না। এ কায়িদাটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ কায়িদা যা

ইসলামি আইনের বিভিন্ন শাখা যেমন ইবাদাত, লেনদেন, দণ্ডআইন, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় এবং যার অধীনে অসংখ্য বিধি-উপবিধি অন্তর্ভুক্ত হয়। ইমাম সুয়ূতী বলেন, "এ কায়িদাটি ফিকহের সকল অধ্যায়ে প্রবিষ্ট হয়। এমনকি ফিকহের তিন-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি মাসআলা এ কায়িদার মাধ্যমে নির্গত হয়েছে।"[৬৪]

ব্যাখ্যা: ফকিহ ও উসূলবিদগণ এ কায়িদার যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সার-সংক্ষেপ এমন যে, ইয়াকিন তথা নিশ্চিত জ্ঞানের মাধ্যমে কোনো কিছু সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি কোনো কারণে উক্ত বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে পূর্বের ইয়াকীন তথা নিশ্চিজ্ঞানই কার্যকর হবে। সন্দেহের কারণে নিশ্চিতজ্ঞান দূরীভূত হবে না। কেননা নিশ্চিত জ্ঞানের উপর তার চেয়ে দুর্বল বিষয় তথা সন্দেহ প্রাধান্য পেতে পারে না। বরং একে পদানত করার জন্য এর অনুরূপ বা তার চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ প্রয়োজন।[৬৫]

প্রামাণিকতা: কুরআন সুন্নাহ, ইজমা ও বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের মাধ্যমে এ কায়িদার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয়।

ক. মহান আল্লাহ বলেন, "বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু ধারণার উপর চলে, অথচ সত্যের মোকাবেলায় ধারণা কোনো কাজেই আসে না।"[৬৬] "বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার উপর চলে। অথচ সত্যের বিপরীতে ধারণা অনুমান ফলপ্রসূ নয়।"[৬৭] আল্লামা আলুসী এ আয়াতসমূহে বর্ণিত 'ধারণা' শব্দের অর্থ করেছেন সন্দেহ। এ কারণে তিনি এ আয়াতগুলো থেকে সন্দেহ পরিত্যাগ করে ইয়াকিন তথা নিশ্চিতজ্ঞান গ্রহণ করার প্রমাণ পেশ করেছেন।[৬৮]

খ. আমরা ইতিপূর্বে নামাযে রাকাআত সংখ্যা ও ওযূ নিয়ে সন্দেহ হলে করণীয় সম্পর্কিত হাদিস উল্লেখ করেছি। যা থেকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্দেহ থেকে দূরে থেকে নিশ্চিত জ্ঞান গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

উদাহরণ: কাবা তওয়াফরত ব্যক্তি যদি কত চক্কর দিয়েছেন সে ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হন তখন নিশ্চিত জ্ঞান তথা কম সংখ্যার উপর আমল করবেন। অর্থাৎ যদি সন্দেহ হয় ৬ চক্কর দিয়েছেন নাকি ৭ সেক্ষেত্রে ৬ চক্করের বিষয়টি নিশ্চিত কিন্তু ৭ চক্করের বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞানের উপর আমল করতে হবে এবং ৭ম চক্কর পূর্ণ করতে হবে।

এ অধ্যায়ে বাকি যেসব কায়িদা রয়েছে সবগুলো মূলত এ কায়িদা থেকে নির্গত ও এর অধিভুক্ত।

২. পূর্ব অবস্থায় থাকাটাই মৌলিকত্ব

ফকিহ ও উসূলবিদগণের নিকট অতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ একটি কায়িদা হল, الأصل بقاء ما كان على ما كان বা 'পূর্ব অবস্থায় থাকাটাই মৌলিকত্ব'। তারা ইয়াকিন তথা নিশ্চিতজ্ঞান নির্ণয়ের মূলনীতি হিসেবে এ কায়িদার উপর নির্ভর করেছেন। একে ইসতিসহাবের দলিল হিসেবেও গণ্য করা হয়। এ কারণে অনেক উসূলবিদ এ কায়িদাকে তাদের গ্রন্থে 'ইসতিসহাব' শিরনামে উল্লেখ করেছেন।[৬৯] তালমাসানী বলেন, "কায়িদাটি উসূলের

পরিভাষায় ইসতিসহাব আল-হাল নামে পরিচিত। যা ইসলামি শারী'আতের মূলনীতিসমূহের অন্যতম নীতি এবং যার উপর অস্যংখ মাসায়েল ও শাখা-প্রশাখা আবর্তিত হয়।"[৭০]

ব্যাখ্যা: পূর্বে দলিলের ভিত্তিতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব বা বিধান সাব্যস্ত হয় অথবা তার একটি অবস্থা স্বীকৃত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত অবস্থায় কিছু পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হওয়ায় আইন গবেষককে এই পরিবর্তিত অবস্থার বিধান নির্ণয়ে রত হতে হয়। ব্যাপক অনুসন্ধান, চিন্তা-গবেষণার পর গবেষকের ধারণায় এটিই প্রবল হয় যে, এই পরিবর্তিত অবস্থা পূর্বের বিধানে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনেনি বা আনার মত কোনো যোগসূত্রও পাওয়া যায়নি। তখন এই কায়িদা প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্বের বিধানকে স্থায়ী করা হয়।[৭১] অতএব যা হালাল ছিল তা হালালই থেকে যায় যতক্ষণ না তা হারাম হওয়ার প্রমাণ উপস্থিত হয়। যা পবিত্র ছিল তা অপবিত্র হওয়ার দলিল না আসা পর্যন্ত পবিত্রই থাকে। যে জীবিত ছিল তার মৃত্যুর প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তাকে জীবিতই গণ্য করা হয়।

উদাহরণ: যার উপর পবিত্রতা, যাকাত, হজ্জ, উমরা ইত্যাদি ফরয তার মধ্যে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, সে এগুলো আদায় করেছে কিনা? তবে এই সন্দেহের কারণে ওগুলো আদায় থেকে সে দায়মুক্ত হতে পারবে না। বরং এগুলো আদায় করা তার জন্য আবশ্যক। কেননা "পূর্ব অবস্থায় থাকাটাই মৌলিকত্ব" এ নীতির আলোকে ওগুলো আদায় করার আবশ্যকতা তার উপর রয়ে গেছে। একইভাবে যদি কেউ সন্দেহ করে সে কোনো কিছু মানত করেছিল কিনা? তবে তার উপর মানত আদায় আবশ্যক হবে না। কেননা মৌলিকত্ব হল দায়মুক্ত হওয়া। এ কারণে কোনো কিছুর দায়িত্ব থাকার নিশ্চিতজ্ঞান অর্জিত না হলে ঐ দায়মুক্ততার বিধানই তার জন্য প্রযোজ্য হবে।[৭২]

৩. দায়মুক্ত হওয়াই মৌলিকত্ব

ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট আরেকটি কায়িদা হল, الأصل براءة الذمة বা 'দায়মুক্ত হওয়াই মৌলিকত্ব'। এ কায়িদাটি ফিকহের বিভিন্ন শাখায় বিশেষত বিচার, দণ্ড, চুক্তি, জরিমানা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা: যার জন্য শারী'আত পালন আবশ্যক তথা মুকাল্লিফ ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রকার কর্ম সম্পন্ন করার অপরিহার্যতা থেকে মুক্ত থাকবেন। যতক্ষণ শারী'আত দলিলের মাধ্যমে তার উপর কোনো দায়িত্ব পালন অথবা কোনো আর্থিক লেনদেন আবশ্যক করে। কোনো বিষয়ের মৌলিকত্ব তথা দায়মুক্ত হওয়াকে গ্রহণ করার অর্থ প্রকাশ্য রূপকে গ্রহণ করা। আর মৌলিকত্বের বিপরীত অবস্থা গ্রহণ করা অর্থ প্রকাশ্যের বিপরীত রূপ গ্রহণ করা। অতএব যে ব্যক্তি প্রকাশ্যের বিপরীত রূপকে গ্রহণ করবে ও ভিন্ন অবস্থাকে সাব্যস্ত করতে চাইবে সেই বাদী। আর বাদীর জন্য প্রমাণ উপস্থাপন করা আবশ্যক। আর যে প্রকাশ্য রূপকে গ্রহণ করবে ও বিপরীত রূপকে প্রত্যাখ্যান করবে সে হবে বিবাদী। সুতরাং তার জন্য প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই।

প্রামাণিকতা: এ কায়িদাটি মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিস থেকে নিসৃত। তিনি বলেন, "বাদীর দায়িত্ব প্রমাণ উপস্থাপন আর বিবাদীর জন্য শপথ।"[৭৩] অতএব সাধারণভাবে বিবাদীর পক্ষেই ফয়সালা দেয়া হবে। কেননা মৌলিকভাবে প্রত্যেকেই দায়মুক্ত। কাউকে এই দায়মুক্ততা থেকে বের করে দায়ী সাব্যস্ত করতে হলে অবশ্যই প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

উদাহরণ: যদি কেউ কারও কোনো জিনিস নষ্ট করে এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার সময় জিনিসের মালিক ও নষ্টকারী দু'জন এর মূল্য নিয়ে মতবিরোধ করে তবে জিনিসটি যে নষ্ট করেছে শপথের মাধ্যমে প্রদত্ত তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে মালিক যদি আরও অতিরিক্ত মূল্য দাবি করে তবে তাকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। একইভাবে ভাড়াটিয়া ও ঘরের মালিক তথা ভাড়াদানকারী যদি ভাড়া পরিশোধের সময় পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ করে তবে ভাড়াটিয়ার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে মালিক প্রমাণ উপস্থাপন করে তার দাবি পেশ করতে পারবেন।[৭৪]

৪. কল্যাণকর সবকিছুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা

মানুষের জন্য উপকারী প্রতিটি বিষয়ের মৌলিকত্ব হল সেটি বৈধ যতক্ষণ না দলিলের ভিত্তিতে তা বৈধ না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কারণে ফিকহি কায়িদা নির্ধারণ করা হয়েছে, 'কল্যাণকর সবকিছুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা' বা الأصل في الأشياء النافعة الإباحة। এ কায়িদাটি নতুন ও সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্গমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্যাখ্যা: এখানে বৈধতা বলতে শারী'আত আসার পূর্বে সুস্থ মস্তিস্কের সাধারণ বিবেচনা অনুযায়ী যা মানুষের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে এবং শারী'আত আসার পর এটি গ্রহণ করা বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি শার'ঈ বিবেচনায় বৈধ নয় বরং আকলী তথা বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনায় বৈধ বলা হবে। আর শারী'আত আসার পর সবকিছুর মৌলিকত্ব কী সে বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। হানাফি, শাফিয়িগণের একদল, হাম্বলিগণের কেউ কেউ ও জাহিরিগণের মতে সাধারণভাবে প্রত্যেক বস্তুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা। আবার শাফিয়িগণের কেউ কেউ, কিছু মালিকী ফকিহের মতে প্রত্যেক বস্তুর মৌলিকত্ব হল নিষিদ্ধতা যতক্ষণ না তার বৈধতার দলিল সাব্যস্ত হয়। হাম্বলী মাযহাবভুক্ত আবু বকর সাইরিফী, ইব্ন আকীল ও আবুল হাসান আশআরীর মত অনুযায়ী সবকিছুর মৌলিকত্ব স্থিতিশীল। অর্থাৎ অবস্থার আলোকে নির্ধারণ করা হয়। ইমাম রাযী, বায়যাভী ও ইব্ন সুবকীসহ অনেক উসূলবিদ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, উপকারী বিষয়ের মৌলিকত্ব অনুমোদিত আর ক্ষতিকর বিষয়ের মৌলিকত্ব নিষিদ্ধতা।[৭৫]

উদাহরণ: স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এমন অনেক পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, লতাপাতা, ফল-ফসল পাওয়া যায় যেগুলোর বিধানতো দূরের কথা নাম পর্যন্ত অজানা থাকে। অতএব এ জাতীয় বস্তু যা হালাল বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল সাব্যস্ত হয়নি তার মৌলিকত্ব হল বৈধতা। যতক্ষণ না এটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর

হিসেবে প্রমাণিত হয়। যদি এটি ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয় তবে এর বৈধতার বিধান দূরীভূত হবে। একইভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী, মেশিনারীজ, চুক্তি ও লেনদেন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ কায়িদাটি প্রয়োগ করা হয়।

গবেষণা ফল

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

* ইসতিসহাব বলতে বুঝায়, "অতীতে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রচলিত কোনো বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো দলিল না পাওয়া পর্যন্ত স্থায়ীকরণই ইসতিসহাব। তাই উক্ত বিধান কোনো কিছু সাব্যস্তকারী হোক বা দূরীভূতকারী হোক।"
* উসূলবিদগণ ইসতিসহাবকে আইন প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। শর্তগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়া এর প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে।
* ইসলামি ফিকহের সব মাযহাবেই ইসতিসহাবকে আইন প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই গ্রহণের পরিমাণ নিয়ে তাদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।
* ইসতিসহাবের প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবি ও তাবিঈগণের কর্মসহ বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ বিদ্যমান। যার আলোকে এর প্রামাণিকতাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রয়োগিক প্রেক্ষাপটও এ দাবি করে।
* ইসলামি আইনের নীতিমালাশাস্ত্র অনুযায়ী ইসতিসহাব কয়েক প্রকারে বিভক্ত। এ প্রকারগুলো মূলত পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিধান নির্গমনে আইন গবেষকের জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।
* ইসলামি ফিকহে ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট কিছু কায়িদা রয়েছে। যেগুলো আইন গবেষককে মামলা বা ঘটনার মূলতত্ত্ব নির্ধারণে সাহায্য করে।

উপসংহার

পরিশেষে এ সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া যায় যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার উভয় জগতের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যেসব বিধি-বিধান জারি করেছেন তা বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে নির্ণিত। কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত প্রতিটি মানুষের জীবনের নানামুখি সমস্যার শার'ঈ সমাধানের জন্য একজন মুজতাহিদ তথা ইসলামি আইন গবেষকগণকে শারি'আতের বিভিন্ন মৌলিক ও সম্পূরক উৎস থেকে আধুনিক জীবনধারার নতুন নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করতে হয়। ইসতিসহাব সেসব উৎসের একটি সম্পূরক উৎস। ফিক্‌হের মাযহাবসমূহ ইসতিসহাবের ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও সব মাযহাবে একে ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামি ফিক্‌হের দীর্ঘ ইতিহাসে নতুন নতুন বিষয়ের শার'ঈ বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এর অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব যেভাবে বিদ্যমান ছিল আধুনিক যুগেও একইভাবে তা বিদ্যমান রয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টিকা

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়তের উৎস* (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ১৩৭-১৩৯

২. আল-ইশবিলী, ইব্ন আসফুর, বিশ্লেষণ: ফখরুদ্দীন কাবাওয়াহ, *আল-মুমাত্তা ফী আল-তাসরীফ* (বৈরূত: দার আল-আফাক আল-জাদীদ, ৩য় প্রকাশ ১৯৭৮ ইং), খ. ১, পৃ. ১৯৫

৩. আল-কুরআন, ৯: ৪০

৪. আল-কুরআন, ৭০: ১২ (وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيه)

৫. আল-কুরআন, ২১: ৪৩ (وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ)

৬. ইব্ন মানজুর, জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুকাররাম, *লিসান আল-আরব* (বৈরূত: দার আল-সাদির, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪হি.), খ. ১, পৃ. ৫১৯

৭. ইব্ন ফারিস, আহমদ, বিশ্লেষণ: আব্দুস সালাম হারুন, *মুজাম মাকায়িইস আল-লুগাহ* (কায়রো: মাতবাআহ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী ওয়া আওলাদুহু, ২য় প্রকাশ, ১৯৭০ইং), খ. ৩, পৃ. ৩৩৫

৮. রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (*ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ- ২০০৯ ইং), পৃ.-৮৫

৯. আল-ফাইয়ুমী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল-মাকরী, *আল-মিসবাহ আল-মুনীর ফী গারীব আল-শারহ আল-কাবীর লি আল-রাফিঈ* (বৈরূত: আল-মাকতাবাহ আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৩৩৩

১০. আন্দালুসী, আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন হাযিম, *আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম* (কায়রো: দার আল-হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি), খ. ৫, পৃ. ৩

১১. আল-মুকাদ্দাসী, আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন কুদামাহ, বিশ্লেষণ: আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহসিন তুর্কী, *রাওদাহ আল-নাজির বিহাশীয়াহ শরহ মুখতাসার আল-রাওদাহ লি আল-তুফী* (বৈরূত: মুআস্সাসাহ আল-রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯ ইং), খ. ৩, পৃ. ১৪২ (التمسك بدليل عقلي أو شرعي، لم يظهر عنه ناقل)

১২. আল-কারাফী, শিহাব উদ্দীন আহমদ ইব্ন ইদরীস, *শরহ তানকীহ আল-ফুসূল ফী ইখতিসার আল-মাহসূল ফী আল-উসূল* (বৈরূত: দার আল-ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ. ৩৫১ (هو اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال والاستقبال)

১৩. শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্ন আলী, বিশ্লষণ: শাইখ আহমদ আযউ ইনায়াত, *ইরশাদ আল-ফুহুল ইলা তাহকীক আল-হাক্ক মিন ইলম আল-উসূল* (বৈরূত: দার আল-কিতাব আল আরবী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯ইং), খ. ২, পৃ. ১৭৪ (الاستصحاب هو بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره)

১৪. আল-জাওযিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন কাইয়্যিম, বিশ্লেষণ: তহা আব্দুর রউফ সাআদ, *ইলাম আল-মুকিয়ীন আন রাব্ব আল-আলামীন* (বৈরূত: দার আল-জীল, ১৯৭৩ইং), খ. ১, পৃ. ৩৩৯ (استدامة إثبات أو نفي ما كان منفياً ما كان ثابتاً)

১৫. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহাব, *শারী'আতআল-ইসলামী ফীমা লা নাস্সা ফীহি* (কুয়েত: দার আল-কারাম, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং), পৃ. ১৫১ (استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره)

১৬. আল-বুখারী, আলা উদ্দীন আব্দুল আযীয ইব্ন আহমাদ, *কাশফুল আসরার আন উসূল ফাখর আল-ইসলাম আল-বাযদাভী* (বৈরূত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৯৭৪ ইং), খ. ৩, পৃ. ৩৭৭ (كان ثابتاً في الزمان الأول الحكم بثبوت أمرٍ في الزمان الثاني بناء على أنه)

১৭. দ্র: আল-জাওযিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন কাইয়্যিম, *ইলাম আল-মুকিয়ীন আন রাব্ব আল-আলামীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৯

১৮. দ্র. আল-মুকাদ্দাসী, আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন কুদামাহ, *রাওদাহ আল-নাজির*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪২

১৯. আবু যাহরাহ, মুহাম্মদ, *উসূল আল-ফিকহ* (বৈরূত: দার আল-ফিকর আল-আরাবী, তা.বি.), পৃ. ২৯৫
২০. সারখসী, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, বিশ্লেষণ: আবুল ওয়াফা আল-আফগানী, *উসূল আল-সারাখসী* (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং), খ. ২, পৃ. ২২৫
২১. গাযালী, *আল-মুসতাসফা*, খ. ১, পৃ. ৩৭৯
২২. আল-মুকাদ্দাসী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন কুদামাহ, *রাওদাহ আল-নাজির*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯২
২৩. আল-জিযানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন, *মাআলিম উসূল আল-ফিক্‌হ ইনদা আহল আল-সুন্নাহ ওয়া আল-জামআহ* (রিয়াদ: দার ইব্‌ন আল-জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ ইং), পৃ. ২১৮
২৪. আল-যুহাইলী, ড. ওয়াহাবাহ, *উসূল আল-ফিকহ আল-ইসলামী* (দামিশক: দার আল-ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬), খ. ২, পৃ. ৮৬০
২৫. আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *জামউল-জাওয়ামে* (কায়রো: আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০১০ইং), খ. ২, পৃ. ৩৪৮
২৬. গাযালী, আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ সুলাইমান আল-আশকার, *আল-মুসতাসফা ফী ইলম আল-উসূল* (বৈরূত: মুআস্‌সাসাহ আল-রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ ইং) খ. ১, পৃ. ২২১; শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, *ইরশাদ আল-ফুহুল ইলা তাহকীক আল-হাক্ক মিন ইলম আল-উসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ২. পৃ. ১৭৬
২৭. নাসায়ী, আব্দুর রহমান আহমদ, বিশ্লেষণ: ড. আব্দুল গফফার সোলাইমান, *আল-সুনান আল-কুবরা* (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১ ইং), কিতাব আল-সাওম, বাব জিকর ইখতিলাফ আন নাকিল লি খাবর হাফসাহ, খ. ২, পৃ. ১১৭, হাদীস নং ২৬৪৬ (لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر)
২৮. গাযালী, আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *আল-মুসতাসফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২১
২৯. আন্দালুসী, আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হাযিম, *আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩
৩০. আল-জাওযিয়্যাহ, ইব্‌ন কাইয়্যিম, *ইলাম আল-মুকিয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৯; শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, *ইরশাদ আল-ফুহুল ইলা তাহকীক আল-হাক্ক মিন ইলম আল-উসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ২. পৃ. ১৭৬
৩১. তুর্কী, ড. আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহসিন, *উসূল মাযাহিব আল-ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল: দিরাসাহ উসূলিয়্যাহ মুকারানাহ* (রিয়াদ: মাকতাবাহ আল-রিয়াদ আল-হাদীসাহ, ১৯৭৭ ইং), পৃ ৩৪৭; আল-জাওযিয়্যাহ, ইব্‌ন কাইয়্যিম, *ইলাম আল-মুকিয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৯
৩২. জামউ আল-জাওয়ামে, খ. ১, পৃ. ৩৫০
৩৩. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশবাহ ওয়া আল-নাজাইর ফী কাওয়াইদ ওয়া ফুরু ফিক্‌হ আল-শাফিয়াহ*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ আল-বাগদাদী (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-আরাবী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৮ইং), পৃ. ৭৬
৩৪. আল-বাসরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবুল হুসাইন, *কিতাব আল-মুতামাদ ফী উসূল আল-ফিকহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮৪
৩৫. শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, *ইরশাদ আল-ফুহুল ইলা তাহকীক আল-হাক্ক মিন ইলম আল-উসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, প. ১৭৬ (بأن يتفق على حكم في حاله، ثم يتغير صفة المجمع عليه، فيختلفون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال)
৩৬. আবু যাহরাহ, মুহাম্মদ, *আহমদ ইব্‌ন হাম্বল হায়াতুহু ওয়া আসরাতু আরাআহু ওয়া ফিকহুহু* (বৈরূত: দার আল-ফিকর আল-আরাবী, ১৯৭৪ ইং), পৃ. ২৮৯ هذا أصل فقهي، قد أجمع الأئمة الأربعة ومن تبعهم على الأخذ به، ولكنهم اختلفوا في مقدار الأخذ، فأقلهم أخذا به الحنفية، وأكثرهم أخذا به الحنابلة ثم الشافعية، وبين الفريقن المالكية
৩৭. আল-জাওযিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর ইব্‌ন কাইয়্যিম, *ইলাম আল-মুকিয়ীন আন রাব্ব আল-আলামীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৩
৩৮. যেমন মানুষ অবিবাহিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে বিধায় সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সে অবিবাহিত। অতএব কেউ নিজেকে বিবাহিত দাবি করলে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। নতুবা আদালত তাকে অবিবাহিতই গণ্য করবে। কেননা সাধারণ নিয়ম তার বিবাহিত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে।
৩৯. আল-বুখারী, আলা উদ্দীন আব্দুল আযীয ইব্‌ন আহমাদ, *কাশফুল আসরার*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৭

৪০. আল-বুগা, ড. মুস্তাফা দাবীব, *আসার আল-আদিল্লাহ আল-মুখতালাফ ফীহা ফী আল-ফিকহ আল-ইসলামী* (দামিশক: দার আল-কালাম, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং), পৃ. ১৯০

৪১. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহাব, *শারী'আতআল-ইসলামী ফীমা লা নাস্‌সা ফীহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

৪২. আল-বুখারী, আলা উদ্দীন আব্দুল আযীয ইব্‌ন আহমাদ, *কাশফুল আসরার*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭৭; আল-বুগা, ড. মুস্তাফা দাবীব, *আসার আল-আদিল্লাহ আল-মুখতালাফ ফীহা ফী আল-ফিকহ আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; আল-জাওযিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর ইব্‌ন কাইয়্যিম, *ইলাম আল-মুকিয়ীন আন রাব্ব আল-আলামীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪১; খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহাব, *শারী'আতআল-ইসলামী ফীমা লা নাস্‌সা ফীহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

৪৩. আল কুরআন, ৯: ১১৫ (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ)

৪৪. আল কুরআন, ৯: ১১৩ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)

৪৫. আল-কুরআন, ২: ২৭৫ (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)

৪৬. মুসলিম, ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হুজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দার আল-জীল ও দার আল-আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি.), কিতাব আল-সালাত, বাব আল-সাহু ফী আল-সালাত ওয়া আল-সুজুদ লাহু, খ. ২, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ১৩০০

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان.

৪৭. বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ যাহীর ইব্‌ন নাসির, *আল-জামি' আল-সাহীহ* (বৈরূত: দার তাওক আল-নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ ইং), কিতাব আল-ওযূ, বাব লা ইতাওদ্দা মিন আল-শাক্ক হাত্তা ইয়াসতাইকানা, খ. ১, পৃ. ৩৯, হাদীস নং ১৩৭

(لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)

৪৮. ইব্‌ন আবি শায়বাহ, আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, বিশ্লেষণ: কামাল ইউসূফ আল-হুত, *আল-মুসান্নাফ ফী আল-আহাদীস ওয়া আল-আসার* (রিয়াদ: মাকতাবাহ আল-রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি), খ. ২, পৃ. ২৮৮, হাদীস নং ৯০৬৬ (إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا)

৪৯. ইব্‌ন আবি শায়বাহ, *আল-মুসান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫২১, হাদীস নং ১৬৭০৯
(إذا فقدت زوجها لم يتزوج حتى أن يموت)

৫০. ইব্‌ন আবি শায়বাহ, *আল-মুসান্নাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯২, হাদীস নং ১৩৩৫৭
(إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتم، فأتم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة)

৫১. ইব্‌ন হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মদ, *কিতাব আল-তাহরীর ফী উসূল আল-ফিকহ বিহাশীয়াহ তাইসীর আল-তাহরীর* (কায়রো: মাতবাআহ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী ওয়া আওলাদুহু, ১৩৫১ হি), খ. ৩, পৃ. ১৭৮

৫২. সামআনী, আবূল মুজাফ্‌ফার মানসূর ইব্‌ন মুহাম্মদ, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ হাসান ইসমাঈল আল-শাফিয়ি, *কাওয়াতিই আল-আদিল্লাহ ফী আল-উসূল* (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯ইং), খ. ২, পৃ. ৩৮

৫৩. আল-বাসরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবুল হুসাইন, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ হামীদ উল্লাহ ও অন্যান্য, *কিতাব আল-মুতামাদ ফী উসূল আল-ফিকহ* (দামিশক: আল-মা'হাদ আল-ইলমী আল-ফিরানসী লি আল-দিরাসাত আল-আরাবিয়াহ, ১৯৬৫ ইং), খ. ২, পৃ. ৮৮৪

৫৪. আল-কুরআন, ৪৯:১২ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)

৫৫. আল-কুরআন, ৫৩:২৮ (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)

৫৬. আল-কুরআন ১৭:৩৬ (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)

৫৭. বাযদাভী, ফখরুল ইসলাম আবুল হাসান আলী, *কানয্ আল-উসূল ইলা মা'রিফাতি আল-উসূল বিহাশীয়াতি কাশফ আল-আসরার লি আল-বুখারী* (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০ইং), পৃ. ২৬৫

৫৮. আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮১

৫৯. শাওকানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, *ইরশাদ আল-ফুহুল ইলা তাহকীক আল-হাক্ক মিন ইলম আল-উসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৫

৬০. আল-মুতুয়ী, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাখীস, *সাল্লাম আল-ওয়াসূল লিশারহ নিহায়াতু আল-সূল* (বৈরূতঃ আলিম আল-কুতুব, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ৩৬৭

(إن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه ولم يظهر زواله لا قطعا و لا ظنا فإنه يلزم الظن ببقائه)

৬১. আল-হুসাইনী, আমীর বাদশাহ মুহাম্মদ আমীন, *তাইসীর আল-তাহরীর শরহ আল-তাহরীর ফী উসূল আল-ফিকহ* (কায়রোঃ মাতবাআহ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৩৫১ হি), খ. ৩, পৃ. ১৭৭

৬২. যারকাশী, বদর উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাহাদুর, *আল-বাহার আল-মুহীত ফী উসূল আল-ফিকহ* (কায়রোঃ দার আল-সাফওয়াত, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২ ইং), খ. ৬, পৃ. ২১

دليل ثبوت الحكم عندي غير دليل بقائه، فإن النص مثلا، أثبت أصله، ثم بقاؤه بدليل آخر، وهو عدم المزي)

৬৩. আল-জাওযিয়্যাহ, ইব্‌ন কাইয়্যিম, *ইলাম আল-মুকিয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৯ (إن بقاء الحكم على ما كان، إنما هو مستند إلى موجب الحكم، لا إلى عدم المغير له)

৬৪. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশবাহ ওয়া আল-নাজাইর ফী কাওয়াইদ ওয়া ফুরু ফিক্‌হ আল-শাফিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯ (اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر)

৬৫. যারকা, শাইখ আহমদ, *শরহ আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ* (বৈরূতঃ দার আল-গারব আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩), পৃ. ৩৭

৬৬. আল-কুরআন, ১০:৩৬ (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)

৬৭. আল-কুরআন, ৫৩:২৮ (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)

৬৮. রুহ আল-মাআনী, খ. ২৭, পৃ. ৫৮।

৬৯. যারকা, শাইখ আহমদ, *শরহ আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪

৭০. তালমাসানী, আবুল আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, *আল-মিইয়ার আল-মু'রাব* (বৈরূতঃ দার আল-গারব আল-ইসলামী, ১৯৮১ ইং), খ. ৩, পৃ. ৪২৫ (وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع)

৭১. যারকা, শাইখ আহমদ, *শরহ আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩

৭২. আব্দুস সালাম, ইয্‌যুদ্দীন, *কাওয়াঈদ আল-আহকাম ফী মাসালিহ আল-আনাম* (বৈরূতঃ দার আল-জীল, ২য় প্রকাশ, ১৯৮০ ইং), খ. ২, পৃ. ৫১

৭৩. বুখারী, *আল-জামি' আল-সাহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাব আল-রাহান, বাব ইজা ইখতালাফা আল-রাহিন ওয়া আল-মুরতাহিন ওয়া নাহউহু ফাল বাইয়্যিনাতু আলা আল-মুদ্দায়ী ওয়া আল-ইয়ামিনু আলা আল-মুদ্দায়া আলাইহি, খ. ৩, পৃ. ১৪৩, হাদীস নং ২৫১৪ (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)

৭৪. যারকা, শাইখ আহমদ, *শরহ আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

৭৫. দ্রঃ জামউ আল-জাওয়ামেই মাআ শরহ আল-মুহাল্লী আলাইহি, খ. ২, পৃ. ৩